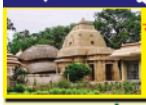

আর্থিক লিপি
শিলিগুড়ি, বৃহস্পতিবার, ৭ ডিসেম্বর ২০১৭
Siliguri • Thursday • December 7, 2017
Arthik Lipi, page 7

নিখোঁজ নাবালিকা উদ্ধার

নিজস্ব সংবাদদাতা, গোঘাট ঃ নিখোঁজ এক নাবালিকাকে উদ্ধার করল হুগলির গোঘাট থানার পুলিশ। মঙ্গলবার রাতে তাকে আরামবাগের কাপশিট এলাকা থেকে উদ্ধার করে। জানা গেছে, তার বাড়ি গোঘাটের পাতুলসাঁড়া এলাকায়। বয়স ১৬ বছর। রবিবার সে বাড়ি থেকে বেরিয়ে আর বাড়ি ফেরেনি। এরপর পরিবারের লোকেরা কোথাও খুঁজে না পেয়ে গোঘাট থানায় নিখোঁজ ডায়েরি করেছিলেন।

আগুনে পুড়ে আত্মহত্যা যুবকের

নিজস্ব সংবাদদাতা, গোঘাট ঃ মদের ঘোরে গায়ে আগুন লাগিয়ে আত্মহত্যা করল এক যুবক। মৃতের নাম প্রশান্ত রায় (২২)। বাড়ি বাঁকুড়ার কোতুলপুর থানার চম্পারুই গ্রামে। তারা তিন ভাই। প্রশান্ত ছোট। দিন মজুরি করে তাদের সংসার চলে। মঙ্গলবার মদ খেয়ে সে পাড়ায় অশ্লীল গালিগালাজ করছিল বলে জানা গেছে। তখন তার মা তাকে চুপ করতে বলেন। এরপরেই প্রশান্ত বাড়ির মধ্যে ঢুকে নিজের গায়ে কেরোসিন তেল ঢেলে আগুন জ্বালিয়ে দেয়। স্থানীয় মানুষ গুরুতর জখম অবস্থায় তাকে আরামবাগ মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যায়। রাতে তার মৃত্যু হয়। জানা গেছে, প্রশান্ত বিবাহিত ছিল।

জলে পড়ে যুবকের মৃত্যু

নিজস্ব সংবাদদাতা, খানাকুল ঃ খালের জলে পড়ে মৃত্যু হল এক ব্যক্তির। মৃতের নাম স্বপন দোলুই (৩৫)। বাড়ি হুগলির খানাকুলের রাজহাটীর দিঘিরপাড় এলাকায়। তিনি পেশায় রাজমিস্ত্রি ছিলেন। মঙ্গলবার সকালে তিনি কাজ করতে করতে হঠাৎই অসুস্থতা বোধ করেন। তার সত্ত্বেও তিনি বাড়ির কাজের জন্য পুকুরের পাড়ে টুলু পাম্প লাগিয়ে জল তোলার কাজ করছিলেন। তখনই হঠাৎ তিনি জলে তলিয়ে যান। এলাকার মানুষ তাঁর দেহ উদ্ধার করে। পরে দেহটি ময়নাতদন্তের জন্য আরামবাগ মহকুমা হাসপাতালে পাঠায়। জানা গেছে, স্ত্রী ছাড়াও তাঁর দুই মেয়ে আছে। পুলিশ বিষয়টি নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে। স্থানীয় কিছু মানুষের বক্তব্য, বিদ্যুৎ সংযোগ থাকায় হয়ত বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়েই মৃত্যু হয়েছে স্বপনের। তবে পুলিশ জানিয়েছে ময়নাতদন্তের আগে মৃত্যুর কারণ বলা সম্ভব নয়।

আগুন পুড়ে মৃত গৃহবধূ

নিজস্ব সংবাদদাতা, খানাকুল ঃ পারিবারিক অশান্তির জেরে গায়ে আগুন লাগিয়ে আত্মহত্যা করলেন এক গৃহবধূ। মৃতার নাম সাকিলা বেগম (৩৩)। বাড়ি হুগলির খানাকুলের মাড়োখানা এলাকায়। তাঁর স্বামী গোলাম জিকিরিয়া কোলকাতায় টেলারিং-এর কাজ করেন। তবে কিছুদিন ধরেই তিনি বাড়িতে ছিলেন। জানা গেছে, মঙ্গলবার সন্ধ্যায় স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে সামান্য অশান্তি হয়। এর কিছুক্ষণ পরে সাকিলা ঘরের মধ্যে ঢুকে গায়ে আগুন লাগিয়ে দেন। তাঁকে বাঁচাতে গিয়ে স্বামী গোলাম জিকিরিয়ার হাত আগুনে পুড়ে যায়। স্থানীয় মানুষ গুরুতর অসুস্থ অবস্থায় সাকিলাকে প্রথমে খানাকুল গ্রামীণ হাসপাতাল ও পরে আরামবাগ মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করেন। কিন্তু চিকিৎসা চলাকালীন বুধবার ভোরে তাঁর মৃত্যু হয়। তাঁদের চারটি কন্যা সন্তান রয়েছে।

কম দাম, টাটকা সব্জী, ভেজাল কম

গ্রামের হাটে ভিড় বাড়ছে ক্রেতাদের

সঞ্জীব ঘোষ ● গোঘাট

এক সময় গ্রাম বাংলায় হাট ছিল হৃৎপিন্ড স্বরূপ। ওই হাটের উপর নির্ভর করে বহু মানুষ জীবিকা নির্বাহ করতেন। আবার ওই হাট থেকেই জিনিস কিনে আনতেন বিভিন্ন মানুষ। এভাবেই গ্রামের ছোট ছোট হাটগুলি সকাল থেকে লোকে পরিপূর্ণ হয়ে উঠত। প্রায় দুপুর পর্যন্ত চলত এই হাট। ভোর থেকেই হাটুরেরা রওনা দিতেন। তারপর চলত কেনাবেচা। পরবর্তীকালে এই সমস্ত হাটগুলি আস্তে আস্তে জনপ্রিয়তা হারিয়ে ফেলে। তার একটাই কারণ আধুনিক সভ্যতার বিকাশ। বহু গ্রাম্য এলাকাও মফঃস্বল শহরের মতো আকার ধারণ করে। ফলে সেখানে নিয়মিত বাজার বসতে থাকে। সাধারণ মানুষের কাছে স্বাভাবিকভাবেই হাটের প্রয়োজনীয়তা কমতে শুরু করে। সপ্তাহে দুদিনের জন্য অপেক্ষা না করে মানুষ তাঁর দৈনন্দিন প্রয়োজনে বাজারে গিয়ে জিনিসপত্র কিনতে শুরু করেন। গ্রামের চাষীরাও হাটের জন্য অপেক্ষা না করে তাঁদের উৎপন্ন সব্জী বাজারের মহাজনদের কাছে বিক্রি শুরু করেন। এইভাবে ধীরে ধীরে গ্রামের হাটগুলি ধুঁকতে শুরু করে। হুগলির আরামবাগ মহকুমার গোঘাটেও একসময় হাটগুলি ছিল খুবই জমজমাট। এই থানার দুটি ব্লকে কমপক্ষে ২৫-৩০টি হাট আছে। তবে আগের মতো এখন আর সেই জৌলুষ নেই। তবে স্থানীয় মানুষের দাবি, তিন চার বছর আগে হাটগুলি যেমন একেবারে নিষ্প্রাণ হয়ে উঠেছিল তার তুলনায় এখনকার অবস্থা অনেকটাই ভালো। গোঘাটের সানবাঁদি, নকুণ্ডা, কোটা, হাজিপুর, মদিনা, বেঙ্গাই ইত্যাদি এলাকার হাট ঘুরে সেই ছবিই দেখা গেল। আবার নতুন করে মানুষ হাটের উপর নির্ভর করতে শুরু করেছেন। কারণ মানুষের মধ্যে এখন সচেতনতা অনেকটাই বেশি। বিভিন্ন মিডিয়ার দৌলতে এখন তাঁরা অনেক বেশি স্বাস্থ্যসচেতন। তাই নিজেদের এবং পরিবারের লোকেদের প্রয়োজনে তাঁরা সবসময়ই চান টাটকা সব্জী। আর সেটা সাধারণত সবসময় বাজার থেকে পাওয়া যায় না। তার জন্য সবচেয়ে উৎকৃষ্ট স্থান হল গ্রামের হাট। নকুণ্ডা গ্রামের বাসিন্দা ভূপাল আটা নকুণ্ডার হাটে সব্জী কেনেন। ওই হাটের সঙ্গে তাঁর নিয়মিত যোগাযোগ। তিনি বললেন, হাটে চাষীরা সরাসরি নিজেদের জমির কাঁচা সব্জী নিয়ে হাজির হন। সেই সব্জীতে কোনও ভেজাল থাকে না, রঙও মেশানো হয় না। একেবারে টাটকা ও সতেজ থাকে। তাই হাট থেকেই আমি সমস্ত সব্জী কিনে থাকি। কারণ বাজারে ফোড়েদের হাত ঘুরতে ঘুরতে সব্জীও যেমন টাটকা থাকে না, তেমনি তার গুণমানও অনেক কমে যায়। অনেক সময় ক্রেতাদের মন জয় করতে সব্জীতে নানাধরনের রঙ মিশিয়ে দেওয়া হয়। ফলে দেখতে ঝকঝকে লাগে। বাস্তবে কিন্তু ওই সমস্ত সব্জী খুবই ক্ষতিকর। শুনিয়া গ্রামের মায়া দোলুই, সানবাঁদির হাট থেকে জিনিস কেনেন। তিনি জানালেন, আরামবাগ বা কামারপুকুরের বাজারের থেকে হাটে জিনিসপত্রের দাম অনেক কম। তাই হাট থেকেই সব জিনিস কিনি। শুধু ভূপালবাবু বা মায়াদেবীই নন, এখন অনেক শহুরে মানুষও হাটের প্রতি আকৃষ্ট হচ্ছেন। আরামবাগ শহরের অনেক বাসিন্দাই আশাপাশের গ্রামের হাটগুলিতে নিয়মিত যান। কারণ একটাই। সেখানে টাটকা সব্জী পাওয়া যাবে। আর এরফলেই আবার হাটগুলি নতুন করে প্রাণ ফিরে পেতে চলেছে। গোঘাটের শ্যামবল্লভপুর গ্রামের গোবিন্দ পাত্র দীর্ঘদিন ধরে হাটে সব্জী বেচেন। তিনি সপ্তাহে ৬দিনে তিনটি হাট ঘোরেন। সেগুলি হল সানবাঁদি, নকুণ্ডা ও হাজিপুর। গোবিন্দবাবু জানালেন, তাঁদের নিজের জমিতে বিভিন্ন ধরনের সব্জী হয়। মূলো থেকে কপি, শশা থেকে শাক সবই নিজেরা চাষ করে থাকেন। প্রতিদিন ভোরবেলা বাড়ির মেয়েরা ক্ষেত থেকে সেই সব্জী তুলে আনেন। তারপর আমি সেই সব্জী হাটে নিয়ে চলে যাই। গোবিন্দবাবু জানালেন, প্রতিদিন এক থেকে দুই হাজার টাকার সব্জী তিনি বিক্রি করে থাকেন। লাভ থাকে ২৫০-৩০০ টাকা। তবে আগে অনেক লাভ হত। এখন কমে গেছে। অন্যদিকে গোঘাটেরই গোয়ালপোতা গ্রামের বাসিন্দা গোলাম আম্বিয়া জানালেন, এখন আর হাটে তেমন লাভ হয় না। নিজেদের সব্জী বলে কোনওরকমে চলে যায়। তবে বছর খানেক দেখছি হাটে আবার লোক আসতে শুরু করেছেন। তাই আবার যদি হাট ক্রেতাদের ভিড়ে ভোরে ওঠে তাহলে টাটকা সব্জী পেয়ে ক্রেতারা যেমন লাভবান হবেন তেমনি বহু মানুষ সব্জী বিক্রি করে স্বনির্ভর হওয়ার সুযোগ পাবেন।

১৯৯২ সালে বাবরি মসজিদ ধ্বংসের প্রতিবাদে
কালা দিবস পালন করুন

বাবরি মসজিদ ধ্বংসের প্রতিবাদে কালা দিবস উপলক্ষ্যে মঙ্গলবার আরামবাগ শহরে সিপিএমের মিছিল। রয়েছেন হুগলি জেলা সম্পাদক মণ্ডলীর সদস্য শক্তিমোহন মালিক, মোজাম্মেল হোসেন, প্রাক্তন জোনাল সম্পাদক গণেশ অধিকারী প্রমুখ। ছবি- পিন্টু সাঁতরা

পুরপ্রধান খুনে গ্রেফতার আরও ১

নিজস্ব সংবাদদাতা, ভদ্রেশ্বর ঃ হুগলির ভদ্রেশ্বরের পুরপ্রধান খুন কান্ডে গ্রেফতার আরও একজন। ধৃতের নাম রঞ্জিত সিং। মঙ্গলবার রাতে হুগলির ভদ্রেশ্বর থানার অন্তর্গত শ্যামনুগুর নর্থ জুট মিল কলোনি থেকে তাকে গ্রেফতার করে ভদ্রেশ্বর থানার পুলিস। এযাবৎ এই মামলায় মোট ৯জনকে গ্রেফতার করল পুলিশ। যদিও অভিযোগে এই ধৃত ব্যক্তির নাম নেই। তবে আগে ধৃত অভিযুক্তদের জেরা করে রঞ্জিতের নাম পাওয়ায় তাকে গ্রেফতার করল পুলিশ। বুধবার ধৃতকে চন্দননগর মহকুমা আদালতে তোলা হলে ১৪ দিনের পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ দেয় মহামান্য আদালত।

রান্নার গ্যাস থেকে বাড়িতে আগুন

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোন্নগর ঃ বুধবার দুপুরে হুগলির কোন্নগরে রান্নার গ্যাস থেকে আগুন লেগে গেল বাড়িতে। এদিন দুপুরে কোন্নগর মুখার্জী বাগান এলাকায় মোহন রাও-এর বাড়িতে আগুন লাগার ঘটনাটি ঘটেছে। টালির বাড়িতে গৃহকর্ত্রী গ্যাস ওভেনে রান্না করছিলেন। টালির তলায় প্লাস্টিকের ছাউনি দেওয়া ছিল। কোনোভাবে ওই প্লাস্টিকে আগুন লেগে দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে।

এলাকার মানুষ দমকলে খবর দিলে দমকলের একটি ইঞ্জিন এসে দু'ঘন্টার চেষ্টায় আগুন নেভায়। ততক্ষণে আগুনে বাড়ির সমস্ত আসবাবপত্র খাট ড্রেসিং, টেবিল, আলমারিসহ বাড়িতে রাখা প্রায় ৬ হাজার টাকা পুড়ে ছাই হয়ে যায়।

শ্রীরামপুর থেকে ধৃত চার ডাকাত

নিজস্ব সংবাদদাতা, শ্রীরামপুর ঃ মঙ্গলবার গভীর রাতে হুগলির শ্রীরামপুরের অমূল্য কাননে হানা দিয়ে চার ডাকাতকে গ্রেফতার করল শ্রীরামপুর থানার পুলিশ। পুলিশ সূত্রে খবর ডাকাতির উদ্দেশ্যে চার ডাকাত অভিজিত নাথ, রাহুল শা, বিশ্বজিৎ মজুমদার ও সুব্রত সরকার অমূল্য কানন এলাকার নতুন বাস টার্মিনাসে জড়ো হয়। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে পুলিশ রাত ১টায় অভিযান চালিয়ে চারজনকেই হাতেনাতে ধারে ফেলে। ধৃতদের কাছ থেকে বোম, ভোজালি ও লোহার রড উদ্ধার করেছে। বুধবার ধৃতদের শ্রীরামপুর মহকুমা আদালতে তোলা হয়।

নিজস্ব সংবাদদাতা, আরামবাগ ঃ বুধবার জামিন পেলেন আরামবাগের একটি টিভি চ্যানেলের এডিটর সফিকুল ইসলাম। আদালত এদিন তাঁর জামিন মঞ্জুর করে। উল্লেখ্য, ১১দিন আগে পুরনো একটি মামলায় তাঁকে আরামবাগ থানার পুলিশ গ্রেপ্তার করেছিল। এদিন তাঁর এই জামিনকে সাধুবাদ জানিয়েছে সাংবাদিকমহল।

'সাগর কুটির'কে হেরিটেজ ঘোষণার দাবি

নিজস্ব সংবাদদাতা, আরামবাগ ঃ স্বাধীনতা আন্দোলনের অন্যতম পীঠস্থান হল হুগলি জেলার আরামবাগ মহকুমার সালেপুর ২নং গ্রাম পঞ্চায়েতের 'সাগর কুটির'। তাই এই সাগর কুটিরকে হেরিটেজ বিল্ডিং হিসাবে ঘোষণার দাবি এলাকাবাসীর। তাঁদের বক্তব্য, তাহলে সাগর কুটিরের ইতিহাস সম্পর্কে মানুষ আরও বেশি করে জানতে পারবেন। উল্লেখ্য, এই সাগর কুটিরকে কেন্দ্র করেই একসময় এই মহকুমার স্বাধীনতা আন্দোলন আবর্তিত হয়েছিল। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, দেশের স্বাধীনতার কাজে সুবিধার জন্য স্থানীয় ডোঙ্গল গ্রামের মানুষ দ্বারকেশ্বর নদের ধারে স্বাধীনতা সংগ্রামী প্রফুল্ল সেনকে কিছুটা জমি দান করেছিলেন। পরে প্রফুল্ল সেন মৃত সহকর্মী সাগরলাল হাজরার স্মৃতিতে ওই জায়গায় একটি বাড়ি তৈরি করেন। তাঁর নাম দেন সাগর কুটির। আঞ্চলিক ইতিহাস গবেষক দেবাশিস শেঠ জানান, আরামবাগ মহকুমার প্রায় ৬৯০জন ও মহকুমার বাইরে থেকে আসা ৩৯জন স্বাধীনতা সংগ্রামী এই সাগর কুটির থেকেই ইংরেজদের বিরুদ্ধে লড়াই করেছিলেন। অথচ দীর্ঘদিন ধরে স্বাধীনতা সংগ্রামের এমন একটা পীঠস্থান অবহেলার শিকার হয়ে পড়েছিল। স্বয়ং প্রফুল্ল সেন মুখ্যমন্ত্রীর আসনে বসার পর সাগর কুটিরকে সংরক্ষণের জন্য একটি ট্রাস্টও তৈরি করেছিলেন। কিন্তু তাতেও বিশেষ সুবিধা হয়নি। তাই ১৯৮৪ সালে স্থানীয় ডোঙ্গল রমানাথ ইন্সটিটিউশনের হাতে বাড়িটি তুলে দেওয়া হয়। সেই থেকে ওই স্কুলই বাড়িসহ ওই জায়গার দেখাশোনার দায়িত্বে আছে। সাগর কুটিরের জায়গায় বাইরে দিকে কয়েকটি দোকানঘর ভাড়া দেওয়া আছে। সেই ভাড়ার টাকাতেই স্কুল সাগর কুটির পরিচর্যা করে। তবে তারপরেও বাড়িটির শ্রীবৃদ্ধির কোনও লক্ষণ দেখা যায়নি। এরপর স্থানীয় মানুষ ওই বাড়িটি সংরক্ষণের উদ্যোগ নেন। ২০১১ সালে আরামবাগ শহরে প্রফুল্লচন্দ্র সেনের মূর্তির পাদদেশে অনশন অবস্থানও হয়। এরপর তৎকালীন মহকুমা শাসকের উদ্যোগে আরামবাগ পঞ্চায়েত সমিতি স্থানীয় পঞ্চায়েতের মাধ্যমে বেশ কিছু সংস্কার ও মেরামতি করে। বর্তমানে সাগর কুটির কল্যাণ সমিতি ও পঞ্চায়েতের মাধ্যমে স্কুলই বাড়িটি দেখাশোনা করে। সাগর কুটির কল্যাণ সমিতির সম্পাদক কৃষ্ণেন্দু চক্রবর্তী জানান, বাম আমলে এই সাগর কুটির সমাজবিরোধীদের আখড়া হয়ে উঠেছিল। সন্ধ্যা নামলেই মদ ও জুয়ার আসর বসত। কিন্তু তৃণমূল সরকার ক্ষমতায় আসার পর স্থানীয় প্রশাসন ওই সাগর কুটিরের শ্রী ফিরিয়ে আনার উদ্যোগ নেয়। প্রাচীরের উচ্চতা বাড়িয়ে সমাজ বিরোধীদের আনাগোনা বন্ধ করে। এখন পরিষেবা আগের থেকে অনেক ভালো।

কিন্তু সরকার যদি এটিকে হেরিটেজ বিল্ডিং হিসাবে ঘোষণা করে তাহলে এটির সৌন্দর্যায়ন আরও সহজ হয়ে উঠবে। তখন বহু মানুষ ওই এলাকায় একটি দর্শনীয় স্থান হিসাবে হাজির থাকতে পারবেন।

তারকেশ্বর ডিগ্রি কলেজে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

নিজস্ব সংবাদদাতা, তারকেশ্বর ঃ বুধবার হুগলির তারকেশ্বর ডিগ্রি কলেজে বার্ষিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠিত হয়ে গেল। এই উপলক্ষ্যে কলেজ চত্বরে ছিল কড়া পুলিশি নিরাপত্তা। মঞ্চে কলেজের মিউজিক বিভাগের ছাত্রছাত্রীরা সংগীত পরিবেশন করে। তবে প্রধান শিল্পী হিসাবে মঞ্চ মাতিয়ে তোলেন পৌষালী ব্যানার্জী ও দেব নেগী।

তারকেশ্বর হাসপাতাল পরিদর্শন

নিজস্ব সংবাদদাতা, তারকেশ্বর ঃ রাজ্য সরকারের স্বাস্থ্যদপ্তরের এক প্রতিনিধি দল বুধবার হুগলির তারকেশ্বর গ্রামীণ হাসপাতাল পরিদর্শন করল। রাজ্য সরকারের সুশ্রী প্রকল্প ও কেন্দ্র সরকারের কায়া প্রকল্পের মধ্যে দিয়ে রাজ্যের হাসপাতালগুলিতে যে পরিষবা চলছে তা এদিন খতিয়ে দেখেন প্রতিনিধি দলের সদস্যরা। হাসপাতাল চত্বর কতটা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, জল নিকাশি নালাগুলি কি অবস্থায় আছে, রাস্তাঘাট ভালো কিনা, এমার্জেন্সীতে রোগীরা কেমন পরিষেবা পায়, রোগীদের খাবারের গুণমান, রান্নাঘর, ওষুধের গুদাম ঘর এবং সঞ্চিত ওষুধের পরিমাণ, লেবার রুমের পরিকাঠামো ইত্যাদি তাঁরা যাচাই করে দেখেন।

বেড়াতে আসুন কামারপুকুরে
কামারপুকুর মঠের মেইন গেটের পাশে থাকা ও খাওয়ার সুব্যবস্থা আছে
যোগাযোগ ঃ বাসুদেব লজ, কামারপুকুর
ফোন ঃ ৯৭৩৩৫৯৫৬৬৯

নিরোগ ডায়গনষ্টিক
আরামবাগ, কোর্টরোড, হুগলী
Ph : 03211-256950
Mob. 9732843677

- MRI
- 3D Multi Slice CT Scan
- Digital X-Ray
- Colour Doppler
- Ultrasonography
- Echocardiography 2DM Mode & colour
- Holter Monitor
- Endoscopy
- Colonoscopy
- EMG
- NCV
- EGG
- Pathology
- FNAC

অসম্পূর্ণ দাম্পত্য জীবনের সমস্যায় হতাশ কেন?
যৌন অক্ষমতা, লিঙ্গ শিথিলতা, ক্ষুদ্র লিঙ্গ, সন্তান হীনতা, পৌরুষ হীনতা, চিকিৎসা সম্ভব। প্রধানত—ব্লাড সুগার, হাই ব্লাড প্রেসার, প্রবল মানসিক টেনশন এই রোগের কারণ। এছাড়া কিডনী স্টোন, বাত, অর্শ, শ্বেতী সোরাইসিস নিরাময় হয়। সুখী ও সুন্দর বিবাহিত জীবন উপভোগ করুন।
ডাঃ এন কে রায়
এই রোগের সফল পরামর্শ দেন।
জয় ক্লিনিক
- আরামবাগ বাসট্যান্ডের বিপরীতে।
- কোলকাতা, দমদম, মেট্রো জংশন, জি. টি. আর-এর বিপরীতে।
- উদয়নারায়ণপুর থানার পাশের বাজার।
- হেঁড়িয়া খেলাঘরের পাশে।
- শ্যামপুর স্ট্যেট ব্যাঙ্কের বিপরীতে।

☛ বিঃ দ্রঃ- গোপনে মদের নেশা ছাড়ান (১০দিনে পরিবর্তন)
যোগাযোগ - ৯৪৩৩২৭৬১০৬/৭৫০১৩৩০২০৭

কামারপুকুর আর্টমিউজিয়াম ও হুগলি গ্রামীন জেলা পুলিশের যৌথ উদ্যোগে-
রাজ্যব্যাপী বসে আঁকো প্রতিযোগিতা
স্থানঃ- কামারপুকুর কলেজ মাঠ তারিখঃ-৩১-শে ডিসেম্বর (রবিবার) ২০১৭ সময়ঃ- দুপুর ১-৩০ মিনিট থেকে ৩টা
সহযোগিতায়- কামারপুকুর জি.এস.বি ক্লাব
প্রতি গ্রুপে ১ম, ২য়, ৩য় ছাড়া ৩০ জনকে সান্ত্বনা পুরস্কার (সর্বমোট ১১টি বিভাগে প্রতিযোগিতা হবে)
সকল বিভাগের বিষয়- যেমন খুশি আঁকো
নাম জমা দেবার শেষ তারিখ ০১/১২/২০১৭ (নিকটবর্তী অঙ্কন শিক্ষক অথবা-ONLINE)
বিস্তারিত জানার জন্য- ওয়েবসাইট-www.artmuseum81.org অথবা
Facebook-BASUDEB DEY/ 9735195716 ✱ M- 9735195716